হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গোপীচন্দ্রের গানের প্রথম খণ্ড এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

ময়মনসিংহ-গীতিকা সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে, যে তিনজনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করা দরকার, তাঁরা হলেন—চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬), 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ'-এর অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)। চন্দ্রকুমার দে মহাশয় অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন এবং 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে ১৯২৩ খ্রি. ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'Eastern Bengal Ballads-Mymensingh' (vol.1, Part-I) অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে—দশটি পালা স্থান পায়; যথা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ান মদিনা।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' প্রকাশিত হলে, তার মধ্যে নানা অসঙ্গতি লক্ষ করেন ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়। ক্ষিতিশবাবু ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পালা সংগ্রহে ব্রতী হন। এবং দীর্ঘকাল ধরে ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলা থেকে পালাগুলি সংগ্রহ করে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিক' নাম (১ম খণ্ড) দিয়ে প্রকাশ করেন। এই খণ্ডে মোট ছটি পালা প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিশবাবুর সম্পাদনায় 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৭টি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা থেকে কবি শঙ্কর-এর 'মনোহর ফেশ্যারার পালা' নামে একটি গীতিকা আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেছেন শ্যামল বেরা। এটি মনফকিরা থেকে এপ্রিল ২০১০-এ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গীতিকা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে।